দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 6 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রসঙ্গ : বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্রের কলামে জনৈক শিক্ষক মুহম্মদ শহীদুর রহমান কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রকাশিত চিঠিটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে আমি কিছু মতামত দিতে চাই। পত্র লেখক উল্লেখ করেছেন, বর্তমান প্রচলিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ বছর মেয়াদী পরিচালনা কমিটিতে ৭/৮ সদস্য বিশিষ্ট করে ২ বছর মেয়াদী করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। কমিটি গঠনে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিলুপ্তি, কমিটিতে চারজন অভিভাবক প্রতিনিধির পরিবর্তে ২ জন নেয়ার পরিকল্পনা এবং শিক্ষকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে। তাছাড়া অভিভাবক সদস্য বাছাইয়ের ব্যাপারে শ্রেণীতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীর অভিভাবককে প্রতিনিধি করার বিধান আসছে বলে পত্র লেখক উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হচ্ছে— বর্তমানে প্রচলিত ৩ বছর মেয়াদী কমিটিকে ২ বছর মেয়াদী করা যেতে পারে। তবে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিই থাকা উচিত। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি বা সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিলুপ্ত করা সঠিক হবে না। বরং শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া অন্য সদস্যদেরকেও নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত করা উচিত। নির্বাচনের মাধ্যমে না হলে স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা থেকে যায়। খসড়া নীতিমালায় অভিভাবক সদস্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত অভিভাবককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আসছে— যা মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য হতে হলে শিক্ষানুরাগী হওয়ার পাশাপাশি সমাজ সেবারও মানসিকতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণীতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীর অভিভাবকগণ সমাজ সেবায় অনুরাগী বা শিক্ষানুরাগী নাও হতে পারেন, তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা তাদের অনুরক্ত ব্যক্তিকে পরিচালনা কমিটিতে সদস্য করার জন্য দুর্নীতির সুযোগ নিতে পারেন। অর্থাৎ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে সহায়তা করতে পারেন। সুতরাং খসড়া প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের আগে সরকারের কর্তা-ব্যক্তিদের বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করা উচিত বলে আমিও মনে করি। আর একটি বিষয়— বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যই সরকারী কর্মকর্তা যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমপক্ষে দুইজন অভিভাবক প্রতিনিধি সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাখার বিধান করা উচিত বলে আমরা মনে করি। এতে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা করছি।

মো. আবু তাহের,
আইন কর্মকর্তা, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড,
আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার।